৩৫তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৫

শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

বিশেষ ক্রোড়পত্র
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

৩০ মাঘ ১৪২১
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৫ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় অবদান। এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং বহুমুখী পেশাভিত্তিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়া 'অপারেশন রেলরক্ষা-২০১৩/১৪' কার্যক্রমে আনসার সদস্যগণ যেভাবে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় অবদান রেখে চলেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান সময়েও এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের সড়ক ও মহাসড়কের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থেকে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে জেনে খুশি হয়েছি।

দেশের যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন মার্কেট, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা এবং নৌ, বিমান ও স্থলবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে এ বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রদান করায় আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশ উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণসহ সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনীর সদস্যগণ আরও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৫তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মহান ভাষা আন্দোলনের সকল ভাষাসৈনিকসহ মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর শহীদ সদস্যদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে সদস্যরা দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে আসছে। কালক্রমে এ বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনীতে পরিণত হয় যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। বর্তমানে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে।

এ বাহিনী সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বাহিনীর ৩৭টি পুরুষ ও ২টি মহিলা ব্যাটালিয়নের সদস্যরা অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৮ সালে সরকার এ বাহিনীকে জাতীয় পতাকা প্রদান করেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও জননিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনীর প্রায় ৪০ হাজার সদস্য প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও অপারেশন রেলরক্ষা-২০১৩/১৪' কার্যক্রমে আনসার সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এখনও তারা অপারেশন রেলরক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে। দুর্যোগসহ দেশের যেকোন ক্রান্তিকালে এ বাহিনী সাড়া দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে স্থানীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের অত্যন্ত বন্যাপ্রবন দুইটি জেলা সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধায় ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (এফপিপি) বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বর্তমানে দেশের সড়ক ও মহাসড়কগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে আনসার সদস্য নিয়োজিত রয়েছে।

সরকার এ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। আনসার সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সরকার ইতোমধ্যে অস্ত্র অনুমোদনসহ, তাদের রেশন ও বেতনভাতা বৃদ্ধি করেছে। স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য ঝুঁকি ভাতা ও অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, মহিলা আনসার ও কর্তব্যরত হিল আনসার সদস্যদের জন্য মহার্ঘ ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ অবকাঠামো তৈরী করতে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

আমি আশা করি এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে তাদের শৃঙ্খলা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন এম পি)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ-২০১৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্য-সদস্যাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজকের এ বিশেষ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী আনসার সদস্যদের। আমি ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বারসহ অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে গঠিত 'আনসার বাহিনী' স্বাধীন বাংলাদেশে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীরূপে পুনর্গঠিত হয়ে বর্তমানে সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের পাশে থেকে জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নারী ও পুরুষ সদস্যদের সম অংশগ্রহণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভারসাম্য স্থাপনের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যারা তাদের কঠোর শ্রম, সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি আন্দোলনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্পৃক্ততা ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সন্ত্রাস দমনে ব্যাটালিয়ন আনসার সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, ঈদ-পূজাসহ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় মুহূর্তে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব সম্পাদন করে আসছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ রেল, সড়ক ও নৌপথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানে এ বাহিনী দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বনায়নসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, মাদক বিরোধী সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণায় এ বাহিনীর সদস্যরা বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আন্তরিকতায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষ গতিময়তা পেয়েছে। এ বাহিনীর সদস্যদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনেও বর্তমান সরকার সদা সচেষ্ট রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাটালিয়ন আনসার এর র‍্যাংক ব্যাজ অন্যান্য বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আনসার ভিডিপি ব্যাংক এর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আনসার সদস্যদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণসহ আয়বর্ধক কাজের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আনসার সদস্যরা সাফল্যের নিদর্শন রেখে চলেছেন। এছাড়া দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে তারা সম্যক জানার্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল উন্নত সমাজ গঠনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি আশা করি, নিরলস শ্রম ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে এ বাহিনী নিজেদের ব্যাপৃত রাখবেন।

আমি এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

(ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
সিনিয়র সচিব

Ansar: The Name of a Pledge for Security

A K M Mizanur Rahman
Deputy Director General (Ops)
Bangladesh Ansar & VDP

A Look Back

It was the valley of Al-Aqaba. They were only twelve in number who travelled all the way from Medina during pilgrimage in 621 AD to meet with the Holy Prophet Hazrat Muhammad (SM). They expressed their complete allegiance to the Prophet (SM) which in history is known as the 'First Pledge of 'Aqaba'. The terms of the pledge included the following:

- We shall not associate anyone with Allah.
- We shall not indulge in adultery, fornication, and practice or propagate any other indecency.
- We shall not steal or rob anyone's property.
- We shall not practice the custom of killing children.
- We shall not falsely accuse or back bite anyone.
- We shall not disobey you in good deeds and just cause.
- We shall follow and obey your decisions.
- We shall support the truth and justice.

The following year on last Islamic month (Dhu al-Hijjah) of 1 BH (June 622 AD), during the season of the pilgrimage, 73 new Muslim converts from Medina were among that year's polytheist pilgrims to Mecca. Shortly after arriving in Mecca, they secretly contacted Hajrat Muhammad (SM) and decided to have a meeting at night in mid Tashreeq Days on last year's meeting place.

A narration attributed to Ka'b ibn Malik reports

"We set out for pilgrimage and struck a rendezvous in mid Tashreeq Days. We were accompanied by a celebrity and a notable of ours called 'Abdullah bin 'Amr bin Haram, who was still a polytheist. We disclosed to him our intention of meeting Muhammad and exhorted him to join our ranks and give up polytheism lest he should serve as wood for Hell in the Hereafter. He promptly embraced Islam and witnessed the serious meeting at Al-Aqabah.

"That very night we slept with our people in our camps. After a third of the night had elapsed, we began to leave stealthily and met in a hillock nearby. We were seventy three men and two women Nusaibah bint Ka'b from the Najjars and Asma' bint 'Amr from Bani Salamah. We waited for the Messenger of Allah Muhammad until he came in the company of his uncle Al-'Abbas Razi Allahu Anhu bin 'Abdul Muttalib Alaihis Salaam who (though himself not a Muslim yet) adjured us not to draw his nephew away from the protection of his own kindred unless we were fully prepared to defend him even at the risk of our lives. He was the first to speak:

"O you people of the Khazraj — you all know the position that Muhammad holds among us. We have protected him from our people as much as we could. He is honoured and respected among his people. He refuses to join any party except you. So if you think you can carry out what you promise while inviting him to your town, and if you can defend him against the enemies, then assume the burden that you have taken. But if you are going to surrender him and betray him after having taken him away with you, you had better leave him now because he is respected and well defended in his own place."

Ka'b replied: "We have heard your words, and now O Messenger of Allah, it is for you to speak and take from us any pledge that you want regarding your Lord and yourself."

A narration attributed again to Ka'b ibn Malik reports

"The Prophet began to speak, recited some Qur'anic verses, called people unto Allah, exhorted them to enter the fold of Islam and concluded saying: "I give you my pledge that you debar me from whatever you debar your women and children from." Here Al-Bara' bin Ma'rur, caught him by hand, and said: "Oh yes, we swear by Allah, Who sent you as a Prophet in Truth, that we will debar you from whatever we debar our women from. Have confidence in us, O Messenger of Allah. By Allah, we are genuine fighters and quite reliable in war, it is a trait passed down to us from our ancestors."

Then 'Abul Haitham At-Taihan interrupted and said: "O Prophet of Allah! Between us and the Jews, there are agreements which we would then sever. If Allah grants you power and victory, should we expect that you would not leave us, and join the ranks of your people (meaning Quraish)?" The Prophet smiled and replied:

"Nay, it would never be; your blood will be my blood. In life and death I will be with you and you with me. I will fight whom you fight and I will make peace with those with whom you make peace."

This pledge had laid down the way for the Holy Prophet (SM) to safely complete the Hijrah and consequently win over Mecca in course of time. Also the Pledge mandated the Ansars to take up the glorious responsibility to ensure security of the ever greatest human of all times the Holy Prophet Muhammad (SM) and also to serve humanity.

A Pledge a Nomenclature

The nomenclature Ansar is the historical outcome of the pledges to be faithful and to ensure security at the cost of highest sacrifice. Security and Sacrifice are embedded with the very nomenclature of Ansar from the history. In 1948 the nomenclature 'Ansar' was coined in history of this land to name an organization newly raised to safeguard peace and to ensure security of the displaced people who opted to migrate to East Bengal. All who joined Ansar at that time had been more dedicated and motivated volunteers contrary to paid employees.

The Journey

It had been a long journey for Ansars from 1948 to 1970. The sacrifice of language martyr Ansar Pl Commander Abdul Jabbar tells us the history of Ansars being fully dedicated and merged with the aspirations of the people. The inclusion of the issue of modernization of Ansar Bahini in the historical 21 point, 6 point and 11 point demands shaped the psychological make up of Ansars which finally led to taking away/handing over more than 40000 weapons to the freedom fighters. The Ansars tributed the historical Guard of Honour to the first ever Government of the People's Republic of Bangladesh during the oath taking ceremony on 17th April 1971 at Mujibnagar. The occupation forces had no other choice but to ban Ansar Bahini which had already expressed allegiance to the newly formed Government of the People's Republic of Bangladesh through Guard of Honour.

Today

The Acts of 1995 had reiterated the historical mandate of human security and public welfare for Ansar and Village Defence Party. In the Chittagong Hill Tracts and the southern part of the country Battalion Ansars are deployed in bulk to secure the lives of the people and to maintain peace. More than 41000 Embodied Ansars are guarding airports, sea ports, river ports, land ports, power plants, hospitals, industries, housings, business complexes, shopping centers, public transports, banks, universities, NGOs, international hotels, EPZs, and many other government or private installations.

About six million members all over the country are active mentors of peace keeping in rural Bangladesh. They are now protecting the Railways and Highways from acts of terrorism and saving lives of the common people. About 8000 members are deployed to guard the Railways. To secure the Highways about 12000 members are working now. Security of human life and their property, security of public property and also the security of investments remain at the top priority of Ansar VDP Bahini.

The days to come

'PEOPLE' is now at the top of all agenda. Human security has emerged as the most vital concern of governance. Without a mechanism of getting community people on board, attaining peace as a precondition for development may slip from our today. We have to think with genuine concern about the 'pledge bound' members of Ansar-VDP to effectively utilize their potentials towards achieving a better quality of life for the PEOPLE.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২১
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৫তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৫ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে আমি ভাষা শহীদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারসহ ১৯৭১ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর যে সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে এ বাহিনীর ৪০ হাজার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার প্রধানকে এ বাহিনীর ১২ জন স্থানীয় সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অন্যান্য বাহিনীর সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি নাশকতা প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রায় ৬০ লাখ সদস্যের এ বাহিনীর অর্ধেকই নারী। গ্রামীণ নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলবেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে অবদান রাখবেন।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য এবং এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
৩০ মাঘ ১৪২১
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৫তম জাতীয় সমাবেশ ২০১৫ উপলক্ষে আমি সকল পর্যায়ের সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বিগত সময়ের এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য সম্মানিত দেশবাসীকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বাহিনীর সকল সদস্য নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে কর্মনিষ্ঠা ও দেশ প্রেমের সাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। আমি স্মরণ করি আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারকে যিনি মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত গৌরবময় অধ্যায়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে জীবন দান করেন। ১৯৭১ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ডাকে সাঁড়া দিয়ে আনসার বাহিনীর সদস্যরাও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর অকুতোভয় ১২ জন সদস্য ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রধানকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে, যা ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের আত্মত্যাগের কথা গর্বভরে স্মরণ করছি।

বিজয় অর্জনের পর ৪৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে দেশের অব্যাহত উন্নয়নকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭টি পুরুষ ও ২টি মহিলা ব্যাটালিয়নের প্রায় ১৫ হাজার সদস্য অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে দশম জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৫৫৩টি নির্বাচন অফিসের নিরাপত্তা বিধান, দুস্কৃতকারীদের হাত থেকে ট্রেন চলাচল নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে "অপারেশন রেল রক্ষা" কার্যক্রমে সাড়ে ৮ হাজার সদস্যের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এবছর ০৫ জানুয়ারি হতে দেশের যে নৈরাজ্যমূলক সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলছে তা নজিরবিহীন। বিগত বছরের মত এবছরও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অন্যান্য বাহিনীর সাথে এই বাহিনীর সদস্যগণও রেল ও সড়ক পাহারা দিচ্ছে। এছাড়া বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য-সদস্যরা চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মূলতঃ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এ বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্ত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরি প্রশিক্ষণগুলো গ্রাম, জেলা, রেঞ্জ পর্যায়েও আনসার-ভিডিপি একাডেমীতে সম্পাদন করা হয়। আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সদস্যদের প্রশিক্ষণ দানসহ সমাজ গঠন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ইতোমধ্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- একাডেমীতে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন অফিসার্স মেস, সুইমিংপুল, রাজশাহী জেলার নওহাটা, মানিকগঞ্জ জেলা সদর ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্টিল স্ট্রাকচারের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, একাডেমীতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ০২টি মাল্টিপারপাস স্টিল স্ট্রাকচার বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ এবং নেত্রকোনা, শেরপুর, নরসিংদী, গোপালগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম ও নড়াইল জেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সেমিপাকা কারিগরি প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় (সুহিলপুর) ও রাজবাড়ী জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ। এছাড়া, ১৫টি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং রাজবাড়ী, শ্রীমঙ্গল ও মেহেরপুর জেলায় ফায়ারিং রেঞ্জ সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যায়, চলমান কাজসহ পরিকল্পনাভুক্ত সকল কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে এ বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ দেশ গঠনে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে আনসার বাহিনীর সকল সদস্যও উজ্জীবিত হবে এবং গৌরব বোধ করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাহিনীর সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়নে ইতোমধ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ব্যাটালিয়ন সদস্য ও অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের মহার্ঘ ভাতা প্রদান, অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাটালিয়ন সদস্যদের র‍্যাংক ব্যাজ উন্নয়ন, স্থায়ী ঘোষিত ৬৭২ জন মহিলা আনসার সদস্যের নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি অন্যতম। কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত ও আহত সদস্যদের পরিবারকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১,১৭,৩০,১৪০.০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগানো সহ আংশিক ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সদস্যদের সন্তানদের মাঝে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৩,১৪,২০৮.০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের প্রতি সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল কল্যাণমূলক পদক্ষেপ সদস্যদের অব্যাহত প্রণোদনা যোগাচ্ছে, যা তাঁদের আত্মমর্যাদা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আমি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে ৩৫তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে বাহিনীর প্রায় ৬০ লক্ষ সদস্যের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ দেশ গঠনে গৃহীত সকল পদক্ষেপে আনসার বাহিনীর সদস্যদের প্রতি অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জনগণের সংগঠন আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশের অব্যাহত উন্নয়নে সাহসিকতার সাথে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যাবে।

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দীন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।